সম্প্রীতির পাঠশালা

ইহুদিদের সঙ্গে আরবদের আজন্ম বিরোধ। এই বিরোধের জের ধরে তাদের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ হয়েছে। এই বিরোধেরই অনুবাদ ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত। যারা ভেবে নিয়েছেন দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি রচনা সম্ভব নয়, তারা শিক্ষা নিতে পারেন ইসরায়েলের এই স্কুলটির কাছ থেকে। বিবিসি অবলম্বনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন- **জামান আরশাদ**

উত্তর ইসরায়েলের গালিলি অঞ্চলটি পুরোপুরি পর্বতময় এই কঠিন পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যেই একটি শান্ত নীরব স্কুল। 'গালিল এলিমেন্টারি স্কুল' নামে এই স্কুলটিতে ইসরায়েলি ও আরব শিশুরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করে। একই সঙ্গে এক ক্লাসে বসে, আরব শিক্ষকের পড়ার উত্তর দেয় ইসরায়েলি শিশুরা, হোমটাস্ক ভালো করে করায় ইহুদি শিক্ষক চুমু খান আরব শিশুর গালে। তাতে কোনো সমস্যা হয় না। আরব ও ইসরায়েলের বাইরের বাস্তবতা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কী সুন্দরভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে ভুলে থাকেন। স্কুলটি যেন প্রখর পর্বতের মধ্যে এক আরামদায়ক গৃহ, শান্তির নীড়।

'দ্য হ্যান্ড টু হ্যান্ড এন্টারপ্রাইজের 'উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা। স্কুলটিতে পড়াশোনা করে ১৭০ জন শিক্ষার্থী। এরা সবাই পার্শ্ববর্তী ইহুদি এলাকা মিসগাৎ এবং আরব অধ্যুষিত শাকনিন ও সাব শহরে বসবাস করে। এটি ইসরায়েলে প্রথম স্কুল, যেখানে একই সঙ্গে আরবি এবং হিব্রু ভাষা শেখানো হয়। স্কুলটিতে রয়েছে আরব ও ইহুদিদের সমান প্রতিনিধিত্ব। যদিও ইসরায়েলে আরব জনগোষ্ঠী মাত্র ২০ শতাংশ। এটি হ্যান্ড টু হ্যান্ড এন্টারপ্রাইজের একটি স্কুল। এ ছাড়া তাদের আরো দুটি স্কুল রয়েছে। এর একটি জেরুজালেমে। অপরটি আরব শহর ওয়াদি আরার কাফার কারু গ্রামে।

আরব ও ইহুদিদের সমন্বয়ের চেষ্টা স্কুলের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি চিন্তা ও প্রচেষ্টায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্ধেক আরব, অর্ধেক ইসরায়েলি। এ জন্য অধ্যক্ষ দু'জন, একজন আরব, একজন ইহুদি। শিক্ষকরাও সমানভাবে বিভক্ত। ইহুদি অধ্যক্ষ নোয়াজুক একজন 'ধৈর্যশীল ও অগ্রসর' নারী হিসেবে পরিচিতি। আরব অধ্যক্ষ কামাল আবুল ইউনুস রাজি থাকলে সারা দিন স্কুলে কাটাতে তার আপত্তি নেই। যদিও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে একজন ইহুদি সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করা আবুল ইউনুসের জন্য বেশ অস্বাভাবিক বটে। তবে এখানে সে পরিস্থিতি একদম নেই। সম্প্রীতির আদর্শ সবার কাছে আগে। জাতি-ধর্মের পরিচয় পরে।

তবে অধ্যক্ষ জুক কল্পনার সাগরের আবেগের স্রোতে ভেসে চলেন, মোটেও তা নয়। বাইরের সংঘাতময় পৃথিবীর কথা তিনি জানেন। জানেন আরব বিশ্বের সঙ্গে ইসরায়েলের তিক্ত ও বৈরী সম্পর্ক। বাস্তবে ফিরে আসেন তিনি। 'বিশ্বের সমস্যাগুলো সমাধান করতে আমরা যাচ্ছি না। পৃথিবীর ভালো-মন্দের বিচার করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে, কিছুটা ভিন্ন আদর্শের মত ও পথের দু'জন মানুষই একত্রে, এক ছাদের নিচে বসবাস করতে পারে।'

ইসরায়েলি ও আরবদের মধ্যে ঐতিহাসিক যে ইস্যুগুলো নিয়ে বিরোধ রয়েছে, যে বিরোধের কারণেই আজ ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হচ্ছে ফিলিস্তিনি শিশু, কিশোররা, যে বিরোধের কারণেই হামাস সদস্যের আত্মঘাতী হামলায় নিহত হচ্ছে নিরপরাধ ইসরায়েলি নারী-পুরুষ। সেই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই ক্লাসে মুক্ত আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সূত্র ধরে কারো মাথা ফাটাফাটির ঘটনা ঘটে না। ইসরায়েল যে দিনটিকে তাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে, আরবদের কাছে ঐ দিন 'চরম বিপর্যয়কর' একটি দিন। এছাড়া আরো যে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো আছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। হ্যান্ড টু হ্যান্ড এন্টারপ্রাইজের অন্যতম উদ্যোক্তা আমিন খালাফ বলেন, আমাদের বিশ্বাস হলো সব বিষয় আলোচনার টেবিলে উঠুক এবং সবকিছু নিয়েই কথা হোক। ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে পরে ক্লাসে একঘন্টা তাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যাখ্যা করেন খালাদ 'আপনার কল্পনায় এটা কঠিন ঠেকতে পারে। যেহেতু আরবরা বেড়ে ওঠে আরাফাতকে একজন নেতা হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে, আর অনেক ইহুদির কাছে তিনি সন্ত্রাসী ছাড়া আর কিছু নয়।'

এই স্কুলে আরব শিক্ষার্থীরা হিব্রু ভাষা শেখে। তেমনি ইহুদি শিশুরা শেখে আরবি ভাষা। উভয় ভাষার প্রতিই তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। সাহার কাসুম নামে একজন আরব অভিভাবক বলেন, আমার ছেলে হিব্রুতে কথা বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যদিও সে অনর্গল বলতে পারে না, তাতে লজ্জার কিছু নেই। তবে সে শিখে ফেলবে। সাফরির পাইকুস নামে এক ইহুদি তরুণ এই স্কুলে চতুর্থ গ্রেড পর্যন্ত পড়েছেন। এখন তার ছোট ভাই ওই স্কুলে পড়ে। তার কথায় ঝরে পরে আরবি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। 'অনেক কিছুতেই এটা ভিন্ন। এখানকার শিক্ষকরা আরবি জানেন। আমরা আরবিতে কথা বলি। আরবদের সঙ্গে চলি-ফিরি। আপনি যদি আরবি না জানেন, তাহলে যেন আপনি বিশ্বের ভালোবাসাকে ছুঁতে পারেননি।'

রামিয়া খলিল নামে এক আরব শিক্ষক জানান, তারা যখন স্কুলে থাকেন, তখন মনে হয় স্বর্গে আছেন। নিষ্পাপ শিশুদের মিষ্টি কোলাহলে। কিন্তু যখন স্কুলের বাইরে যান, তখন উপলব্ধি করতে পারেন, বাইরের পৃথিবীটা কত জটিল! সাধারণ মানুষ যদি জাতি-ধর্ম পরিচয়কে ছাপিয়ে মিলে মিশে থাকতে পারেন, তাহলে রাজনীতিবিদরা কেনো পারেন না? খলিলের এ প্রশ্ন অ্যারিয়েল শ্যারন, মাহমুদ আব্বাস ও জর্জ বুশের প্রতি। এটি এমনই একটি প্রশ্ন যার উত্তর তিন জনের কেউই এখন দিতে চান না।